তারিখ 29 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

# দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ প্রশাসন গড়াই লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

উভয়কেই জবাবদিহি করতে হবে।

সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সফলতার জন্য বেগম জিয়া সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সব কিছুর উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থ তুলে ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ ও জনগণের সেবা করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নয় বছর আন্দোলনের পর দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

বেগম জিয়া বলেন, "প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও সমর্থনে আমরা সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে চাই।"

জাতীয় সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকার শুধু জাতীয় অর্থনীতিকেই পঙ্গু করেনি, ঘুষ ও দূর্নীতির মাধ্যমে সব প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করেছে। তিনি বলেন, নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনকালে দেশের জন-গণকে উন্নয়নের নামে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ঐ সময় বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য আসলেও ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য সরকার তার অপব্যবহার করে। ঐসব সাহায্য যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত তাহলে এতদিনে একটি অবকাঠামো তৈরী হত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষেতে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

তিনি বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যও আহবান জানান এবং বলেন, অনেক দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চায়।

স্বৈরশাসনের সময় বহু কলকারখানা বন্ধের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে বহু লোক হঠাৎ করে চাকরি হারায়।

তিনি বলেন, তার সরকার ঐসব কলকারখানা পুনরায় চালু করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডেল্টা জুট মিলস ইতিমধ্যেই পুনরায় চালু করা হয়েছে।

বেগম জিয়া বলেন, তার সরকার পল্লী এলাকাসহ দেশে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেবে। তিনি বলেন, এটা শুধু পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানই করবে না, দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিও ত্বরান্বিত করবে।

বেগম জিয়া বলেন, তার সরকার দেশের সুষম উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করবে। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকার কেবল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কলকারখানাগুলি দক্ষতার সঙ্গে চালাতে হবে এবং লাভজনক করতে হবে। তিনি বলেন, পাটকল বন্ধ থাকায় পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী চিরদিনের জন্য এই বিভীষিকা উচ্ছেদ করতে দলমত নির্বিশেষে সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে সবাইকে দেশের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, তার সরকার ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, "আমরা এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা তাদের সঙ্গে আরও আলোচনা করব।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তার সরকার ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুন্ন করার জন্য তিনি পূর্ববর্তী সরকারকে দোষারোপ করেন।

চোরাচালানে কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, এটা জাতির প্রাণশক্তি গ্রাস করছে। তিনি বলেন, দেশে চোরাচালানের মালামাল আসায় স্থানীয় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় দুই ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনের জন্য উৎপাদন বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও পল্লী বিদ্যুতায়নের ব্যাপারে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।

বেগম জিয়া বলেন, সম্পূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, মহিলাদের ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা।

তিনি বলেন, তার সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সব জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করবে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন দেশে একটি নিয়মিত বার্ষিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, "বিগত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমরা যেভাবে মোকাবিলা করেছি সেইভাবে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের কিছু অংশ এখন বন্যা কবলিত। দুর্গত এলাকায় পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হবে।

নদী ভাঙ্গনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার সরকার ভাঙ্গনের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, ভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর বহু লোক গৃহহারা হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, এই সমস্যা নিরসনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তাদের পক্ষে কেবিনেট সেক্রেটারী সিদ্দিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে প্রশাসনিক কাজে তার (প্রধানমন্ত্রীর) দেয়া রূপরেখা বাস্তবায়নে তাদের পুরো সমর্থন থাকবে।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মুখ্য অর্থসচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের দুই সদস্য, শিল্প সচিব, শ্রম ও জনশক্তি সচিব, এলজিআরডি সচিব, খাদ্য সচিব, জাহাজ চলাচল সচিব, বস্ত্র সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, কৃষি সচিব ও স্বাস্থ্য সচিব।